বিশ্বাসের উত্তর

মার্ক ৫:২৫-৩৪

বিভিন্ন ঘটনার প্রতি সব মানুষের প্রতিক্রিয়া এক নয়। যদিও আমাদের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন, তথাপি আমরা সাদৃশ্য লক্ষ্য করি।

আপনার জীবন যখন প্রতিকূল পরিবেশ বা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলে, তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কী প্রকার? আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন, না কি এমন সময় আপনার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে? আমরা কি শান্ত থাকি, না কি এখানে-ওখানে সমাধানের আশায় মাথা কুটে মরি? এমন পরিস্থিতির জন্য আমরা কি অন্যদের দোষ দিই, না কি প্রভুর কাছে নম্রতায় নিজেকে সমর্পণ করি? প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমাদের আচরণ থেকে আমরা নিজেদের বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারি।

আজকের পাঠে আমরা এমন একজন স্ত্রী-লোকের সঙ্গে পরিচিত হব, যিনি যীশুর প্রতি বিশ্বাসে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলেন। এই স্ত্রী-লোকের বিশ্বাস থেকে আমরা আমাদের বিশ্বাস দেখতে চেষ্টা করব।

ক। প্রয়োজন থেকে বিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল

স্ত্রী-লোকটি ১২ বৎসর যাবৎ প্রদর রোগগ্রস্ত ছিল। দীর্ঘকাল ধরে অত্যধিক রক্তক্ষরণের জন্য সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুস্থ হবার আশায় সে অনেক চিকিৎসকের কাছে গেছে, অনেক অর্থ ব্যয় করেছে, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি, সে আরও পীড়িত হয়েছে (৫:২৫-২৬)। তার রোগ সম্বন্ধে বলতে চিকিৎসক লুক এমন কথা বলেছেন, "কেউ তাকে সুস্থ করতে পারেনি" (লুক ৮:৪৩)। স্ত্রী-লোকটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যীশুর প্রতি বিশ্বাস করেছিল।

এমন পরিস্থিতিতে দীর্ঘ ১২ বৎসর সে কাটিয়েছিল। এমন অন্ধকারময় জীবন তার কাছে প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কারণ, তার মত পরিস্থিতি হলে, লোকদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পক্ষে অশুচি বলে ধরা হত (লেবীয় ১৫:১৯), প্রায় একঘরে জীবনযাপন করতে হত। তার পরিস্থিতি অনেকটা কুষ্ঠ-রোগীর মত ছিল, সে কোন কিছু স্পর্শ করলে তা অশুচি বলে ধরা হত। তাই, সবাই তাকে এড়িয়ে চলত। সামাজিক অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে, নিজেও সে সেই রোগের জন্য যন্ত্রণা-ভোগ করছিল। এত কষ্টদায়ক ছিল তার পরিস্থিতি, যে সুস্থ হবার জন্য সে বাধ্য হয়েছিল তার সর্বস্ব ব্যয় করতে।

এরপর সে যীশুর কথা শোনে। গ্রিক নতুন নিয়মে যীশুর নামের আগে *Definite Article* আছে। অর্থাৎ, সে শোনে একমাত্র সেই যীশুর কথা, যিনি তাকে সাহায্য করতে পারতেন (সেইসময় প্যালেস্টাইনে যীশু নামে অনেকে ছিল)। সে যীশুকে বিশ্বাস করল, তাই যীশুর কাছে এল। বাইবেল বলে যে সে এমন বিশ্বাস করেছিল, "আমি যদি কেবল যীশুর কাপড় স্পর্শ করতে পারি, তবেই সুস্থ হব" (৫:২৮)। আর সত্যই, তার বিশ্বাস অনুসারে তার জীবনে কাজ হয়েছিল।

আমাদের জীবনেও যখন প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে, আমরাও নিজেদের যুক্তি, ক্ষমতা, শক্তিকে অতিক্রম করার সাহস পাই। এতদিন যাকে সত্য বলে জেনেছি, তা যখন ব্যর্থ হয়, তখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। আমরা কি বিশ্বাসে এগিয়ে যাব, না কি হাল ছেড়ে দেব? অনেক সময় ব্যক্তিগত প্রয়োজনও আমাদের জীবনে বিশ্বাসকে জন্ম দিতে পারে।

খ। তার বিশ্বাস পুরস্কৃত হয়েছিল

যীশুর কাপড় স্পর্শ করা মাত্র তার রক্তস্রোত শুকিয়ে গেল (২৯ পদ)। তৎক্ষণাৎ সে সুস্থ হল। সে কেবল সুস্থ হল তা নয়, সে উপলব্ধি করতে পারল যে, তার রোগ তাকে ছেড়ে চলে গেছে। যে বিষয়টি আমাদের নাড়া দেয়, তা হল, যদিও এই স্ত্রী-লোকের বিশ্বাস নিখুঁত ছিল না (সে ভেবেছিল যে যীশুকে স্পর্শ করাই তার সুস্থতার

উপায়, হয়তো আরও ভেবেছিল যে, তার এই কাজ যীশু জানতে পারবে না), তথাপি যীশু তার প্রতি করুণা করেছিলেন। যীশু তাকে কেবল দৈহিকভাবে সুস্থ করে পুরস্কৃত করেছিলেন, এমন নয়, তিনি তাকে আত্মিক সুস্থতাও দিলেন। যার ফলস্বরূপ, তার বিশ্বাস সকলের কাছে প্রকাশিত হল।

যীশু উপলব্ধি করলেন যে একজন তাকে স্পর্শ করেছে। হঠাৎ স্পর্শ করা নয়, একটি উদ্দেশ্য সহকারে তাঁকে স্পর্শ করা হয়েছে। কেবল আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ নয়, বিশ্বাস সহকারে তাঁকে স্পর্শ করা হয়েছে। যীশু উপলব্ধি করলেন যে সুস্থ হবার জন্য তাঁর থেকে শক্তি বের হয়েছে। যীশু চাইলেন এই কথা বা ঘটনা যাতে প্রকাশ পায়, কারণ এর দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করা আমাদের কর্তব্য (গীত ৫০:১৫)। যখন ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করেন, আমাদের উচিত তার জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা। এই স্ত্রী-লোকটি নিজের পদ্ধতিতে প্রভুকে ডেকেছিল, প্রভু উত্তরও দিয়েছিলেন, কিন্তু সে এখনও প্রভুকে গৌরব দেয়নি (৯ জন কুষ্ঠ-রোগীর ন্যায়, লুক ১৭:১৭, ১৮)। স্ত্রী-লোকটি যীশুকে হৃদয়ে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু তখনও মুখে স্বীকার করেনি (রোমীয় ১০:৯)। তাই, যীশু তাকে প্রকৃত আশীর্বাদ করতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে আমাকে স্পর্শ করল?"

শিষ্যেরা যীশুকে ভুল বুঝেছিল। কিন্তু যীশু তাদের যুক্তিকে উপেক্ষা করে স্ত্রী-লোকটিকে দেখতে চাইলেন। স্ত্রী-লোকটি যীশুর কথা শুনেছিল, "কে আমাকে স্পর্শ করল?" যীশু যে তাকে খুঁজছেন, তাও সে দেখেছে। সে জানত তার নিজের প্রতি কী ঘটেছে। সে শিষ্যদের অবান্তর যুক্তিও শুনেছে। হয়তো সে উপলব্ধি করেছিল যে, এমন পরিস্থিতিতে কেবল সে-ই যীশুর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম।

যদিও এই কাজটি বাস্তবে সাধন করা খুব সহজ ছিল না। সেইসময়, সেই দেশে সর্বসমক্ষে স্ত্রী-লোকের পক্ষে কথা বলা ছিল অভদ্রতার কাজ। শুধু তাই নয়, অশুচি হয়েও সে গোপনে যীশুর পোষাক স্পর্শ করেছে, যার জন্য সকলের সঙ্গে যীশুও রেগে যেতে পারতেন। তারা সবাই হয়তো সকলের সামনে তাকে অপমান করতে পারত। তাই সে কাঁপতে কাঁপতে (২করি. ৭:১৫) তার কাজের কথা স্বীকার করেছিল। যীশু তাকে অপমান করেননি, বরং তিনি তাকে আশীর্বাদ করলেন। 'কন্যা' বলে তাকে সম্বোধন করলেন, তার বিশ্বাসের জন্য তার প্রশংসা করলেন, যদিও তা নিখুঁত ছিল না। যীশু তাকে বললেন, "তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে" (৩৪ পদ)। এর দ্বারা, যীশু পরিষ্কারভাবে শিক্ষা দিলেন যে, যীশুর কাপড় স্পর্শ করার ন্যায় কোন যাদু-বিদ্যা এই কাজ করেনি, কিন্তু বিশ্বাস। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা সে সমাজের বুকে সুস্থ হিসাবে পরিগণিত হল, আর তাকে সামাজিক অত্যাচার বোধ করতে হবে না। "শান্তিতে চলে যাও" কথার দ্বারা যীশু তার শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক সুস্থতার কথা বললেন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, পরবর্তী জীবনে এই স্ত্রী-লোকটি যীশুর পক্ষে জীবন্ত সাক্ষ্য হয়েছিল।

আসুন, আমরাও আমাদের বিশ্বাসের জীবন-যাপনের দ্বারা অন্যদের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের প্রকাশ রাখি। চার বন্ধুর মতো আসুন, আমরাও আমাদের বন্ধুদের যীশুর কাছে নিয়ে আসি (মার্ক ২:১-১২)। যায়ীরের মত আমাদের প্রিয়জনদের জীবন ফেরাতে বিশ্বাসে যীশুর কাছে ছুটে যাই।